এক বিদেশী কবির রবীন্দ্র অনুভব ঃ স্লোভেনিয়ার কবি স্রেচকো কসোভেল

মীনাক্ষী সিংহ, *অধ্যাপিকা, প্রাক্তন রীডার ও বাংলা বিভাগীয় প্রধান, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা*

Abastract :

This is a critical appreciation of a poet little known to us who was immensely influenced by Rabindranath Tagore.

Srečko Kosovel the slovenian poet was born in 1904 and died in 1926. He was brought up in a well established and respected family as the youngest of five children. His father was a school teacher had a strong tradition of defending and cultivating their sloven language and culture against millenium of foreign rule - the Austro Hungarian empire.

The Kosovel children were learning French, Russian and German at very early age. Srečko was only a little boy of 9 years when Rabindranath Tagore Nobel prize. At a very early age he was acquainted with Tagore poetry and even was an ardent reader of Tagore essays e.g. 'Nationalism' and 'Sadhana' in German and Croatian translations.

Kosovel's happy childhood years were interrupted by the outbreak of the first world war. He had seen the horrors of war and critics say "his childhood innocence soon passed into a knowledge of death"

He was inspired by Tagore's antinationalist and Universalist philosophy and Mahatma Gandhi's non violence doctrine. He was so much influenced by Tagore's literature and philosophy that his first collection of Poems was named 'Zlati Coln'– the golden boat in accordance with Tagore's Sonar Tori.

In his journal he wrote –

"Tagore is someone who has shown an escape route from the cities of Europe across the grey rooftops, A path for the soul of eternity"

Keywords – Green India, Soul, Eternity

'My poems are explosion

My poem is my face''[1]

'কবিতা আমার বিস্ফোরণ

কবিতা আমার মুখ'

—এই প্রত্যয়ী উচ্চারণ যাঁর, তিনি এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে অনালোচিত এক বিদেশি কবি। তিনি স্লোভেনিয়ার কবি স্রেচকো কসোলেভ।

চিরপথের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় আপ্লুত এই বিদেশি কবি মননে ও চিন্তনে ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাবান ছিলেন। অকাল প্রয়াত স্রেচকো কসোভেল তাঁর জীবনদর্শন ও কবিতায় বহন করে চলেছিলেন রবীন্দ্র ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অথচ প্রাচ্যের এই কবি মনীষীকে তিনি দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির বছরে কসোভেল মাত্র ৯ বছরের বালক এবং ২২ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। এই অপরিণত আয়ু দিয়ে ঘেরা জীবনে তিনি ধারণ ও লালন করেছিলেন রবি-পরম্পরার আশ্চর্য উত্তরাধিকার।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের গভীরতা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে তিনি লিখছেন—

"Tagore is someone who has shows an escape route from the cities of Europe across the grey rooftops, a path for the soul to eternity."[2]

রবীন্দ্র-নির্দেশিত আত্মার এই অনন্ত অভিযাত্রা তরুণ কসোভেলকে প্রাণিত করেছিল; তাঁর লেখাতেও আত্মানুসন্ধানের কথাই বলেছেন।

স্লোভেনিয়ার কবি স্রেচকো কসোভেল (Srecko Kosovel) মাত্র ২২ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে (১৯০৪-১৯২৬) যে পরিণত প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর রচনায় — তা' আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়। ভারত সম্পর্কে বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁর বোধ ও বোধি আমাদের বিস্মাভিভূত করে।

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে স্লোভেনিয়ার ট্রিস্টে (Treste) শহর থেকে বিশমাইল দূরবর্তী ছোট জনপদ সারজানাতে (Serjana) স্রেচকো কসোভেলের জন্ম। তাঁর জন্মকালে Treste ও Karst ছিল) Austro Hungarian রাজ্যের অন্তর্গত যা পরে স্লোভেনিয়া নামে পরিচিত হয়। অষ্ট্রিয় শাসকবর্গের অপ্রিয় থাকায় তাঁদের পরিবারকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। স্রেচকোর জন্মের পরই তাঁরা নিকটবর্তী) Pliskovica শহরে চলে যান। দু'বছর পরে আবার সেখান থেকেও তাঁদের চলে যেতে বাধ্য করা হয়। এবার তাঁরা আশ্রয় নেন টোমাই (Tomai) শহরে।

একটি সম্পন্ন সুভদ্র পরিবারে পাঁচ সন্তানের কনিষ্ঠ স্রেচকোর পিতা অ্যান্টন (Antorn) ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিদেশী আগ্রাসনের মধ্যেও নিজেদের দেশজ ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চায় তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সেই উত্তরাধিকার তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন।

স্রেচকো কসোভেলের আনন্দময় শৈশব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। তাঁদের বাসভূমি টোমাই শহরে অস্ট্রিয়-ইতালিয় বাহিনীর ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম শুরু হয়। বারো বছরের বালক স্রেচকোকে তার বোনের সঙ্গে লুবনিয়ানায় (Luibliana) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধের বীভৎস নিমর্মতা মৃত্যুর মিছিল, হত্যার নৃশংসতা বালক কসোভেল প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে তাঁর শৈশবের সারল্য মৃত্যুর অভিঘাতে বিধ্বস্ত হয়। তাঁর বড় বোন অ্যানটনিয়া জানিয়েছেন — বালক এক ট্রাক ভর্তি সৈনিকদের রক্তাক্ত দেহ দেখে কীভাবে মানসিক বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁর অপাপবিদ্ধ শৈশব চেতনায় মৃত্যুবোধ এক প্রশ্নচিহ্নিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়। ফলে তাঁর কবিতায় এক প্রতিবাদী সত্তার বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। বিখ্যাত Red Rocket কবিতায় সেই অনুভূতির বিস্ফোরক প্রকাশ দেখি, যা আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিদ্রোহ বহ্নিজাত কবিতাকে মনে করায়।

Red Rocket (RDCCA RAKETA) রক্তমশাল

আমি এক রক্ত মশাল, জ্বলে উঠি - জ্বলে যাই।

আমি লাল আভরণে সাজি

আমাদের হৃদয়ও রক্ত রাঙা

ধমনীতে বয় লাল রক্তের ধারা

অবিরাম বেগে ধাই, অবিরাম বেগে ধাই।।

যতই ছুটি দুরন্ত বেগে, ততই আমি যে জ্বলি

যতই জ্বলি দীপ্ত দহনে, ততই দগ্ধে মরি

যতই বেদনা তবু যে বাঁচার মেলেনা কোথাও ঠাঁই

জ্বলন্ত লাল মশাল আমি যে

জ্বলে পুড়ে হই ছাই। (অনুবাদ ঃ মীনাক্ষী সিংহ)

ক্রমেই কসোভেলের কবি-দৃষ্টিতে কবিতা এক সামাজিক বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যের এক বিশেষ ভূমিকা আছে বলে তাঁর প্রত্যয় জন্মায়। বিশিষ্ট গবেষিকা Ana Jelnikar মন্তব্য করেছেন "He (Kosovel) argued that people need poetry as much as they need bread".

সমালোচকের মতে তিনি শুধু তরুণ এক রোমান্টিক কবিই ন'ন, তিনি রাজনৈতিক চিন্তক, ইতালিয়ান ও অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আবার একই সঙ্গে ইমপ্রেশনিস্ট, দাদাইস্ট, এক্সপ্রেশনিস্ট, সুররিয়ালিস্টিক, স্যাটায়ারিস্ট এবং একজন প্রফেট, যিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উচ্চকিত।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মেনিনজাইটিস রোগে কসোভেলের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা মাত্র চল্লিশ। কিন্তু পাণ্ডুলিপি, টুকরো আঁকাজোকা ছিন্নপাতার লিপি মিলিয়ে পাওয়া যায় চার হাজার কবিতা। মৃত্যুর আগে একটি কাব্যসংকলন প্রস্তুত করেছিলেন — নাম Zlati Coln যার ইংরাজি প্রতিশব্দ Golden Boat যা স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যকে মনে করায়।

মৃত্যুর আগে একটি মাত্র কাব্যের পাণ্ডুলিপি দেখে যাওয়া প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে এদেশের অকাল প্রয়াত সুকুমার রায়ের কথা — প্রয়াণের পর প্রকাশিত তাঁর রচনার অসামান্য ঐশ্বর্যের কথা। কসোভেলের রচনার অসামান্য ঐশ্বর্যও তাঁর মৃত্যুর পর উপলব্ধ। প্রথম কাব্য সংকলনের নাম প্রসঙ্গে তার বন্ধু Ciril Debece-কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন — আমি এর নাম দিয়েছি 'সোনারতরী' — কারণটা পরে জানাবো। হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্য তিনি পড়েন নি, কিন্তু নামটি তাঁর অপরিচিত নয়। কারণ এটা নানাভাবে প্রমাণিত যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর প্রিয় লেখক ও চিন্তক তালিকার শীর্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিভিন্ন লেখায় - গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, চিঠিপত্রে বারবার এসেছে রবীন্দ্রপ্রভাবের নির্ভুল স্বাক্ষর এবং তাই নিজের প্রথম কাব্য সংকলনের নামকরণে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর অদেখা অথচ সবচেয়ে প্রিয় কবিকে।

তাঁর বোন কারমেলাকে (Karmela) চিঠিতে লিখেছেন—

"I want to understand Tagore who is so full of that simple greatness, who is a child and human being. (ডিসেম্বর ২০/১৯২৪)

রবীন্দ্র প্রভাবজাত কবিতা ছাড়াও কসোভেলের বিচিত্রমুখী রচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ধ্বংস, নৈরাজ্য, প্রতিবাদের পাশাপাশি বিষাদ, নৈঃশব্দ্য, রোম্যান্টিক ভাবনাবাহী কবিতাও অজস্র লিখেছেন তিনি।

প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসের ফলে তাঁকে সন্ত্রাস, ধ্বংস, বিনষ্টির ছবি দেখতে হ'য়েছে। দেখেছেন রাষ্ট্রে সমাজ ব্যবস্থায় অন্যায় অবিচার। তখনকার কবিতার আবেগগর্ভ বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ আমাদের কবি সুকান্তর অগ্নিলেখনীর বিস্ফোরণকে মনে পড়ায়। এ প্রসঙ্গে Injustices (অন্যায় অবিচার) কবিতাটি মনে পড়ে।

সকলেই অন্যায়কারী; যখন ধিক্কার জানাই
অথবা অভিনন্দন। যখন এগোই, অথবা পিছোই
তখনও অন্যায় হয়।
সব পদক্ষেপই অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়।
অন্যায় থেকে অন্যায়, আসে
অন্যায় থেকে বিদ্রোহ; বিদ্রোহ থেকে অন্যায়।
জীবন তো এক চলমান অন্যায়
গতিময় এক ধারা
যা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে
সময়, হিসেব হারা। (অনুবাদ মিনাক্ষী সিংহ)

কাসোভেলের কবিতায় দু'টি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আছে প্রতিবাদের সুর, বিদ্রোহের অগ্নিময়ী বাণী।

আমাদের কবি সুকান্তর 'দেশলাই কাঠি' কবিতার সঙ্গে কোথায় যেন কসোভেলের 'Red Rocket' কবিতাটির মিল চোখে পড়ে। তখন অনুভব করি তাঁর উচ্চারণের স্ফুলিঙ্গ — 'My poems are explosion' 'আমার কবিতা আমার বিস্ফোরণ'

একই সঙ্গে বলেছেন — 'My poem is my face'

তাঁর মনোমুকুর তাঁর কবিতা; এই দ্বিতীয় স্তরে উচ্চকিত প্রতিবাদ নয়, এক গভীর বিষাদমগ্ন কবিসত্তার প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। এই আত্মমগ্ন বিষাদ কসোভেলের কবিতায় ধ্রুবপদের মতো অন্বিত। নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যেও তাঁর কবিতায় ঘিরে থাকে বিষাদমগ্ন নৈঃশব্দ। পাঠকের মনে আসতে পারে — Wordsworth-এর প্রকৃতিচেতনায় অন্বিত 'The still sad music of humanity-র কথা; মনে জাগতে পারে ছিন্নপত্রাবলীর রবীন্দ্রঅনুভব প্রকৃতির মধ্যে "মানবজীবনের বিষণ্ণ সকরুণ বেদনাগাথা'র কথা।

মনে অনুরণন তোলে বিভূতিভূষনের প্রকৃতিতন্ময় মন্ময় বিষাদচেতনার কথা। মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের প্রকৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপির বিষাদমগ্ন অনুভব।

কবিতার জন্ম হয় কবির অন্তর্লীন বেদনাময় সত্তা থেকে — এই বোধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কবিমন এক হয়ে যায়। কসোভেলের Jesen (Autumn) বা শরৎ কবিতাটি দেখা যাক।

"ধুসর পাথুরে ছাদে বর্ষণ ধারা
আমার স্বপ্নে এনেছে বিষাদ
হাসিও হয়েছে ধূসর
অবিরাম ঝরে অশান্ত বারিধারা।
শরতের ফুল ঝরে গেছে দিনশেষে
ধূসর ধরায় নীরবে জানায় বিদায়
সারা পল্লীতে ধূসর কুয়াশা ঘেরা
বাতাসে শীতল পাথুরে বর্ষাধারা।" (অনুবাদঃ মীনাক্ষী সিংহ)

শরৎ শেষে ওদেশের প্রকৃতিতে যে বর্ষণমুখরিত প্রহর — কবিকে তা বিষাদে আচ্ছন্ন ক'রেছে। আকাশের মনের কথা কবির বুকে ঝরো ঝরো বেজেছে অবিরাম বর্ষণধারায়। কোথায় যেন আমাদের মনের তারে এই বেদনা নীরবে ছুঁয়ে যায় — স্লোভেনিয়ার কবি মিলে যান রূপসী বাংলার কবির সঙ্গে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে স্বপ্নেও লেগে থাকে বিষাদের রেশ। হাসিতে থাকে ধূসরিমাখা আভাস।

কসোভেলের নিসর্গ কবিতাতে প্রচ্ছন্ন আছে এক সমকালীন বিপ্লবের কথা। বিখ্যাত 'Ballad' কবিতাটিতে প্রকৃতির বিষণ্ণ বিধুরতার সঙ্গে ডানা মেলা পাখির উড়ানকে মিলিয়েছেন। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসের কালো ছায়া এসেছে নিষাদের প্রতীকে। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ যেন যুদ্ধের অভিঘাতে এক বিপন্ন বিস্ময় ও মানস সংকটে দীর্ণ। তাঁর অন্তর্লীন আবেগজাত কবিতাতেও সেই বিপন্ন ক্রান্তি ছায়া ফেলে গেছে। Balada (Ballad) কবিতাতে সেই রূপচিত্র দেখি।

"শরতের নৈঃশব্দে পাইনের ঘন ছায়ে
পাখিটি মেলেছে ডানা।
জনহীন প্রান্তর — একাকি নীরব নিষাদ;
সহসা শব্দ — নীরবতাভেদী সংহার
এক ছিটে লাল রক্ত
পাখিটি নীরব — প্রাণহীন।"

প্রকৃতির শান্ত সমাহিত নৈঃশব্দ্য ব্যাধের লক্ষ্যভেদের নিপুণ নিশানায় মুক্তবিহঙ্গের গতিকে করেছে স্তব্ধ। যুদ্ধের অভিঘাতে সন্ত্রাসের নির্মমতায় জীবনের মুক্তগতি রুদ্ধ। জীবনানন্দের 'শিকার' কবিতার সঙ্গে সামান্যতম মিল খোঁজা কী দূরগত কোনো কল্পনা?

'Ballad' কবিতাটি যেন একাধারে বিস্ফোরণ ও প্রশান্তির বিরোধাভাস। প্রকৃতির শান্ত নিবিড় বাতাবরণ যখন সংহারের নিষ্ঠুরতায় রক্তিম — তখনই কবিচিত্তের বিস্ফোরণ ঘটে। কসোভেলের একান্ত গভীর রোম্যান্টিক কবিতাতেও তাই হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা। One word (Eno Besedo) কবিতায় বলেছেন—

"কিইবা আমার দেবার মতো আছে
হৃদয় আমার টুকরো হওয়া বেদি
শব্দ আমার গভীর গোপন ক্ষত
রক্ত সেথায় ঝরছে অবিরত" (অনুবাদঃ মীনাক্ষী সিংহ)

কসোভেলের কবিতা রচনার দ্বিতীয় স্তরে দেখি এক শান্ত স্থিতধী সত্তার প্রকাশ। এই সময় থেকেই সম্ভবত রবীন্দ্র-রচনার সমাহিত দীপ্তি তাঁকে প্রাণিত করেছিল। আমাদের অবাক লাগে প্রায় কিশোর বয়সে সুদূর প্রাচ্যের কবির জীবনদর্শন কিভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে স্রেচকো কসোভেল নিবিড় রবীন্দ্রপাঠে নিমগ্ন হ'য়ে ওঠেন; স্লোভেন, ক্রোয়েশিয়ান ও জার্মান অনুবাদে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'ন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজ্‌ম' 'সাধনা'র মতো রচনাও অনুবাদের মাধ্যমে পড়েন।

গবেষিকা Ana Jelnikar এই দুই কবির মনোজগৎ বিশ্লেষণে দেখাতে চেয়েছেন ভারত ও ইউরোপে বিশ্বাত্মবোধের ঐক্য ও আশাবাদ। তাঁর গবেষণা গ্রন্থের শিরোনাম সেই পরিচয় বহন করছে — "The Worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel - Universalist Hopes in India and Europe.

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ থেকে উন্নীত হয়েছেন আন্তর্জাতিকতায়। তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা'য় এই স্বাজাত্যবোধ থেকে বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণের প্রকাশ দেখেছি। রবীন্দ্র-রচনায় প্লাবিত অভিষিক্ত কসোভেল মানুষের বৃহত্তর বোধের কথা বলেছেন — "Man is not a housemade prefect. Man grows like a tree. (Notes) .

বিশ্বাত্মবোধ (Universalism)-এর ছত্রছায়ায় প্রভাবিত কসোভেল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে মুক্তির আশ্বাস ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী উদার আন্তর্জাতিক চেতনা ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ভাবনায়। স্পষ্টতই ভারতীয় দর্শন তাঁকে প্রাণিত করেছিল। এর থেকে এক মহৎ উত্তরণে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বাল্য-কৈশোরের হত্যা-মৃত্যুর বীভৎসতা ও নৈরাশ্য থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এক মহত্তর বোধে। তাই প্রথমদিকের বিদ্রোহাত্মক রচনা থেকে অন্যতর ব্যঞ্জনায় গভীর হ'য়ে উঠেছিল তাঁর রচনা—।

তখন তিনি শ্রেণীসংগ্রাম থেকে আত্মঅবিষ্কারের মানবিক বোধে উজ্জীবিত হয়ে উচ্চারণ করেন— "I am not sad anymore, for I no longer think of myself."[6]

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এক কবির এই উপলব্ধি আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। নিতান্ত নবীন বয়সে পরিণত মানসিকতা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। তাই বাল্য-কৈশোরের সন্ত্রাসের নির্মমতা তাঁর চেতনায় মৃত্যুবোধকে অন্যতর উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করে এবং সেই সঙ্গে জীবনাসক্তিও অন্বিত হ'য়ে যায়। এবং তাঁর প্রতীতি জন্মায় যে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। রবীন্দ্র অনুরাগী কসোভেলের হয়তো মনে হ'য়েছে—

"জীবন আমার এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়

মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।"

তাই 'মৃত্যু' তাঁর উপলব্ধিতে জীবনের শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম—

"Death – a retreat from life

O happy death."[7] (Sad Hour (Lookback Look Ahead p. 107)

আবার রবীন্দ্রনাথের বাণী আমাদের মনে আসে—

"জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন

প্রাণ পাই যেন মরণে"

জীবন মৃত্যুর সহাবস্থানের এই বিরোধাভাস তরুণ কসোভেলের কবিতাতেও প্রকাশিত। Ana Jelnikar যথার্থই মন্তব্য করেছে — "Like pain, for Kosovel, death too cannot be the final word and green for him is ultimately a colour of hope and renewal."[8] (The worlds of p. 276)

এই 'Green' বা 'সবুজ' শব্দ কসোভেলের কবিতায় কিভাবে প্রতীকিত — তা' তাঁর কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'In Green India'-তে এই শ্যামল বা সবুজ শব্দ এক গভীরতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। এই সবুজ নিত্য নবায়মানবতাকে বোঝায় যার সঙ্গে গান্ধীজি কথিত "reincarnation"-এর সাবুজ্য অনুভব করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ইংরেজি জার্মান "Young India" -তে প্রকাশিথ গান্ধীজির প্রবন্ধের অংশ, যেটি কসোভেলের মৃত্যুর বহু ব বছর পরে লিখিত। সুতরাং কসোভেল সেটি পড়েন নি, অথচ তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে এই বক্তব্যের মিল লক্ষ না করে পারা যায় না।

গান্ধীজি লিখেছিলেন — "I cannot think of permanent enmity between man and man believing as i do in the theory of rebirth, I shall live in the hope that if not in this birth, in some other birth I shall be able to hug all humanity in friendly embrace."

এই বিশ্বজনীন আশাবাদ যাকে Ana বলেছেন "Universalist hopes" — তা ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্বাশ্রয়ী হয়েও স্পর্শ করে গেছে কসোভেলকে — প্রাচ্যের reincarnation বা জন্মান্তরবাদ তত্ত্ব প্রতীচ্যের তরুণ কবিকে সমভাবে উজ্জীবিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রাবলীতে বারবার এই পৃথিবীর সঙ্গে তার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্কের কথা বলেছেন, 'বসুন্ধরা' কবিতায় সর্বমানবের সঙ্গে বন্ধনের কথা স্বীকার করেছেন, বার বার নবজন্মে নবরূপে ফিরে আসার কথা বলেছেন।

"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি

সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি

নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে

আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।"

এই 'নবায়মানতা'-ই কসোভেলের কাছে 'Renewal'। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের 'জন্মান্তরবাদ'-কেই কসোভেল উপলব্ধি করেছেন। প্রাচ্যদর্শন এভাবেই তাঁর মনোগহনে প্রভাব ফেলেছে।

তার সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর In Green India কবিতা যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অনন্য নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অনুভবে রবীন্দ্রনাথ অসীম সবুজের সমারোহে বৃক্ষরাজির মধ্যে বাস করেন — এই বৃক্ষরাজি অসীম অনন্তের অবিনাশী প্রতীক — 'সবুজ' বা 'Green' ও তাঁর মতে প্রকৃতিমগ্নতা — তাকেই কসোভেল অনুভবের আলোয় তুলে ধরেছেন Green India কবিতায়।

"ভারতভূমির শান্তিনিবিড় শ্যামলিমায়

নীল নির্জন মৌনমুখর বৃক্ষছায়া

সেথায় আছেন রবীন্দ্রনাথ — আমাদের কবি রবি।" (অনুবাদঃ মীনাক্ষী সিংহ)

বৃদারণ্যক উপনিষদে যে বনবাণী উচারিত সেই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করছেন কসোভেল। তাঁর ভাষায় "Time there is spellbound"

রবীন্দ্রনাথের বাসভূমি তাঁর কাছে Green India। আগেই বলা হয়েছে যে কসোভেলের কাছে Green হ'ল eternity বা চিরন্তনত্বের প্রতীক। এবং 'মৃত্যু' শেষ বা চরম সত্য নয় "Death cannot be the final word."

এরই অনুরণন শোনা যায় কসোভেলের একটি চিঠিতে—

"Nothing gets destryoed in the cosmos. Least of all ideas. If life gave them birth, they were born for life not death."[9] (Letter to Nanica Obidova–1925) এই ভাবনা আমাদের কবির কথা মনে করায় —

'তোমার মহাবিশ্বে প্রভু হারায় না তো কভু' এই অসীম অনন্ত বোধে রবীন্দ্রনাথের আলয় তাঁর কাছে - Green India চিরহরিৎ বৃক্ষরাজির উদার আশ্রয় —

"There nobody's dying, nobody's saying
good bye - life is like eternity
caught in a tree" [10]

সেথা মরণের পদ সঞ্চার নেই,

বিদায়বাণীও অনাগত

জীবন সেখানে অফুরাণ আর অনশ্বর

মহাকাল যেন অনন্ত। (অনুবাদ ঃ মীনাক্ষী সিংহ)

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কসোভেল যখন এই কবিতাটি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ষোলো। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে ভেবে রচিত। য়ুরোপে তখন রবীন্দ্রখ্যাতি বিস্তৃত। না দেখা প্রাচ্যের এক মহান কবিকে ভেবে লেখা ভিন্ন ভাষাভাষী কিশোর কবির অনুভব আমাদের বিস্মিত করে। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বখ্যাত এবং স্রেচকো কসোভেল এক অনামা কিশোর কবি। তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। কসোভেল অনূদিত কাব্যপাঠের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে জেনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কসোভেলের নামও শোনেননি। কিন্তু কসোভেলের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি লিখেছেন — "Tagore is someone who has shown an escape route from the cities of Europe across the grey rooftops, a path for the soul to eternity." (Journal XII) [11]

আত্মার অনন্ত অভিযাত্রা তরুণ কসোভেলকে প্রাণিত করেছিল। তাঁর লেখাতেও তিনি আত্মানুসন্ধানের কথাই বলেছেন। লিখছেন— "Do you write with your heart? No, with a pen. but what comes not from the soul will not reach the soul." (Journal XII)[12]

স্বল্পায়ু জীবনে নিজের দেশবাসীর কাছে প্রায় অনাদৃত কসোভেল অকালপ্রয়াণের পর ক্রমে হ'য়ে ওঠেন দেশের শ্রেষ্ঠ কবিকণ্ঠ। বর্তমানে স্রেচকো কসোভেল স্লোভেনিয়ার জাতীয় কবিরূপে স্বীকৃত ও সমাদৃত। সমালোচকের সশ্রদ্ধ মন্তব্যে ঘটেছে তাঁর কবিতার আলোকিত উদ্ভাসন-

"To read him (Kosovel) is like watching Vang Gogh's last paintings, to stare at Celen's last drops of life. And yet he's the threashold, the truumpal arch to this small nation's destiny, the eternal poet of total existance."[13]

কসোভেল তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে পৌঁছতে চেয়েছিলেন পাঠকের আত্মার কাছে। এই যাত্রা হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র মতোই অন্তহীন। অপরিণত বয়সে মর্ত্য থেকে বিদায় নেওয়া তরুণ কসোভেলের যাত্রা শেষপর্যন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রাই। চির অন্বেষার পথে কবিসত্তার যে অনির্বাণ যাত্রা তাতো অন্তহীন। তাই কসোভেলের প্রথম কাব্য সংকলন Zlati Coln (Golden Boat) বা সোনারতরীতে কল্পনার জগতে তাঁর নিরুদ্দেশযাত্রা তাঁর অন্বিষ্ট রবীন্দ্র-নির্দেশিত সেই পথে — যাকে তিনি বলেছেন—

"A path for the soul to eternity"

তথ্যসূত্র ঃ

1) My poem (Moja Pesem) – Kosovel
2) Journal XII – Kosovel
3) Jelnikar Ana – Look back Look Ahead – p 209
4) Letter to Karmela (Kosovel) December 20, 1924.
5) Notes – Srečko Kosovel
6) Jelnikar Ana – Look back Look After – p. 208.
7) Sad hour – Look back Look Ahead, p. 107
8) Jelnikar Ana – The worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel p. 276
9) Letter to Famica Obidova – 1925
10) In Green India – Kosovel
11) Journal XII – Kosovel
12) Journal XII – Kosovel
13) Tomaz Salamun.